বৃহত্তম সরকারি কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'নট্রামস'

– গোলাম নবী জুয়েল

রাজনৈতিক অস্থিরতার ভয়াল থাবা 'শিক্ষা'-র কণ্ঠরোধে ক্রমঃ অগ্রসরমান, শিক্ষার্থীদের অন্তঃকলহে বিপন্ন শিক্ষাঙ্গন, রক্তে সিক্ত হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক, অর্থশালীর সন্তান বিদেশে শিক্ষার্থী, হতাশায় নিমজ্জমান অন্যরা - এই যখন দেশের সার্বিক শিক্ষার অবস্থা। তখন নিরলস পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং পেশা ও দেশের প্রতি মমত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে হাতে গোনা যে ক'টি কয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার প্রদীপের মান বজায় রাখতে সচেষ্ট নিঃসন্দেহে 'নট্রামস' সেগুলোর একটি।

কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে নট্রামস এর পরিচিতি কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না। একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিশেষত্ব ছাড়াও কমপিউটার জগৎ-এর পাতায় নট্রামসের উপস্থিতির আরো অনেক কারণ আছে। অন্যতম প্রধান কারণটি হলো নট্রামসে কমপিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এটা আকারে দেশের বৃহত্তম কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

অথচ মজার ব্যাপার হলো 'নট্রামস' নামটির সাথে কমপিউটারের কোন সংযোগ নেই। নট্রামস এর পুরো অর্থ ন্যাশনাল ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী ফর মাল্টিলিংগুয়াল শর্টহ্যান্ড (NTRAMS) অর্থাৎ জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী।

মূল নামটি নির্ধারণ করা হয়েছিল অনেক আগেই ১৯৮৩ সালে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হলেও সংগত কারণেই মূল নামে বা পরিচিতিতে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থায়ীভাবে রাজস্ব বাজেটভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। বাজেট বছরে ৭৫ লাখ টাকা।

একাডেমীর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ১২ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি 'বোর্ড অব গভর্ণরস'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বোর্ডের সভাপতি এবং একাডেমীর পরিচালক এর সদস্য সচিব। বর্তমানে একাডেমীর পরিচালক হলেন মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার। শুরু থেকেই তিনি এর পরিচালক। বলা যায় তারই একক প্রচেষ্টায় একদার ক্ষুদ্রায়তনের প্রতিষ্ঠান নট্রামস বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। ছোট খাটো আনইমপ্রেসিভ চেহারার মান্নান সরকারকে দেখলে চট করে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এই মানুষটিই নট্রামসের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু পরিচয় পরবর্তী যে তিনটি ঘন্টা আমি তার সাথে ছিলাম ঐ সময়টায় বুঝে গেছি তার সাফল্যের চাবিকাঠিটি কোথায়। অসম্ভব কাজ পাগল মানুষ। একজন মানুষের সাফল্যের প্রথম শর্ত নিজের কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা থাকা যা তার রয়েছে। দ্বিতীয় শর্ত কাজকে ভালবেসে পরিশ্রম করা। তিনি খাটতেও পারেন। এখনও দিনে ১৫/১৬ ঘন্টা পরিশ্রমে তার ক্লান্তি আসে না। কাজকে তিনি মানসিকভাবে লালন করেন সন্তানেরও অধিক। যে কারণেই প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনগ্রসর হয়েও কারিগরী ক্ষেত্রে একদমই নতুন বহুভাষী সাঁটলিপি আবিষ্কার তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তার লেখা বহুভাষী সাঁটলিপি আমেরিকার গ্রেগ ও ব্রিটিশ পিটম্যান পদ্ধতির শুধুমাত্র বিকল্পই নয়, এটি দেশে তো বটেই ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে যথেষ্ট আদৃত হচ্ছে। ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি আয়ও হচ্ছে। ইতোমধ্যে নট্রামসের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কমপিউটার বিষয়ক বইও লিখেছেন। নিজেই কমপিউটার ব্যবহার করেন। তার নিজস্ব অফিস কক্ষে একটি ল্যাপটপ ও একটি মাল্টিমিডিয়া রয়েছে। সুযোগ পেলেই মাল্টিমিডিয়ার জগতে ঢুকে পড়েন। সিডি রমে এনসাইক্লোপিডিয়া পড়া এখন তার প্রিয় বিষয়। অন্যদেরও দেখাতে পছন্দ করেন। ১৬ মার্চ আমাকে যখন দেখাচ্ছিলেন ঐ সময়ে রুমে ঢুকলেন পুলিশ বিভাগের চার জাদরেল এএসপি। এসেছিলেন হয়তো কিছু বলতে কিন্তু তা আর বলা হলো না। অবাক বিস্ময়ে তারাও দেখলেন কমপিউটারের বর্ণালী জগত। বিমোহিত তারাও।

আমাদের পুলিশ বিভাগ কমপিউটারায়নের মাধ্যমে নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে একথা কমপিউটার জগৎএর নিয়মিত পাঠকরা জানেন। নট্রামসে এএসপিদের আগমন ঐ কারণেই। কমপিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছেন তারা।

শুধুমাত্র পুলিশ বিভাগই নয়। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে কমপিউটারায়নের সরকারি সকল পদক্ষেপের সাথে 'নট্রামস' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কমপিউটারায়নের সাথে প্রশিক্ষণের যে যোগসূত্র তা বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্বটি পালন করছে নট্রামস। এখানে রয়েছে ৯০টি কমপিউটার সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ বিভাগ। একদল দক্ষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নট্রামসের কমপিউটার প্রশিক্ষণ

	বিষয়বস্তু	প্রশিক্ষণকাল
পাঠ্যক্রম-১	ডস ও ওয়ার্ড পারফেক্ট অথবা ডস মাইক্রোসফট ওয়ার্ড	১৫ দিন ৯১ ঘন্টা
পাঠ্যক্রম-২	ডস, ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস ১-২-৩ অথবা, মস ও মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং এক্সেল	৩০ দিন ১৮২ ঘন্টা
পাঠ্যক্রম-৩	ডস, ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস ১-২-৩ এবং ডিবেজ	৬০ দিন ৩৬৪ ঘন্টা
পাঠ্যক্রম-৪	মাধ্যমিক কমপিউটার বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম	৪৫ দিন ২৭৩ ঘন্টা
পাঠ্যক্রম-৫	উচ্চ মাধ্যমিক কমপিউটার পাঠ্যক্রম	৯০ দিন ৫৪৬ ঘন্টা
পাঠ্যক্রম-৬	ডিপ্লোমা-ইন-বিজিনেস এন্ড অফিস ম্যানেজমেন্ট কমপিউটার বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম	৯০ দিন ৫৪৬ ঘন্টা

কার্যক্রম ৬টি পাঠ্যক্রমে বিভক্ত। এক নজরে পাঠ্যক্রম ছয়টির অবস্থান হলো ঃ

কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে। এরপর করতোয়ার পানি অনেক গড়িয়েছে। ডিসি অফিস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্কুল ও কলেজ শিক্ষক, পুলিশ বিভাগসহ সরকারি ও বেসরকারি একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নট্রামসে কমপিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের পাঠ্যক্রম-২, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের পাঠ্যক্রম-৩ এবং স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের যথাক্রমে পাঠ্যক্রম-৪ ও পাঠ্যক্রম-৫ এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এ পর্যন্ত ১৫০টি স্কুলের শিক্ষক ও ১২০টি কলেজের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত সংখ্যক স্কুল ও কলেজে কমপিউটার স্থাপন করা হয়েছে। নট্রামস হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষার্থীকে ঐ পরিমান আত্মবিশ্বাস যোগায় যে তিনি বা তারা কমপিউটার যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে আরো বেশী দক্ষ করে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হন। সরকারি অফিসগুলোতে প্রচলিত কমপিউটার ভীতি এবং এটি ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না - এমন অনুভূতি যা অতি অল্পদিন আগেও ছিল অন্ততঃ সে

(বাকী অংশ ২৯ নং পৃষ্ঠায়)

নট্রামসের ব্যবহারিক ক্লাসে উৎসাহী প্রশিক্ষণার্থী

কেভিনের গ্রেফতার ও ইন্টারনেটে অনুপ্রবেশের মড়ক

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পলাতক মার্কিন কমপিউটার প্রোগ্রামার কেভিন ডি. মিটনিক গ্রেফতার হয়েছে। কুখ্যাত এই কমপিউটার হ্যাকার যথেচ্ছ কমপিউটিং ও টেলিফোন নেটওয়ার্কসমূহে অনুপ্রবেশ করে তথ্য ও সেবা চুরি করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সারা যুক্তরাষ্ট্রে। এফবিআই তদন্তকারীরা বলেছে যে কেভিনের এই একক একটানা উচ্চ প্রযুক্তির অপকর্মের অধ্যায়ের যবনিকা ঘটলো।

সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত মেধাবিশিষ্ট যে হাজার হাজার বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী প্রোগ্রামার রয়েছে কেভিন তাদের একজন মাত্র। সরকারী ও ব্যাক্তিগত কমপিউটার নেটওয়ার্কসমূহের মাঝে অবৈধভাবে প্রবেশ করে যে ক্ষতি তারা করে চলেছে তার তুলনামূলক শাস্তি নগন্য।

উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যে কেভিনের কারাবন্ধী হওয়ার পরেও প্রায় ৩০ টির মত অবৈধ প্রবেশ ঘটেছে ইন্টারনেটে। এগুলো এত বড় ধরনের যে সেটি জানানো হয়েছে সরকারী অর্থে পরিচালিত নিরাপত্তা সংস্থা কমপিউটার ইমারজেন্সী রেসপন্স টিমকে। টিমটি এসব ঘটনার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি কারণ তারা আশঙ্কা করছে যে এতে করে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী সংস্থাসমূহের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা আরো ক্ষতি হতে পারে।

'কমপিউটার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের মড়ক শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে। বিশেষজ্ঞরা আগাম সতর্কবাণী দিয়েছেন যে প্রতি বছর যে লক্ষ লক্ষ নতুন মানুষ আকর্ষণ করে চলেছে ইন্টারনেট তারা যদি তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের কমপিউটারকে অনাহুত প্রবেশকারীদের থেকে রক্ষার জন্য বড় ধরনের ব্যবস্থা না নেয় তবে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

কিছু কিছু অবৈধ প্রবেশের ক্ষেত্রে সত্যিই উচ্চতর কমপিউটিং নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। অনেক হ্যাকার আজকাল স্বয়ংক্রীয় সফটওয়্যার পর্যন্ত ব্যবহার করছে। তবে এটা এমন একটা পরস্পর সংযুক্ত সাম্রাজ্য যে একটা একক গুপ্ত সংকেত বা পাসওয়ার্ডের সাধারণ চুরির মাধ্যমে ভঙ্গ করার এমন এক দরজায় পা রাখার সুযোগ পায় যেখান থেকে এক সুপ্রশস্ত করিডোর তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পরে।

স্যানফ্রান্সিসকোর আইনবিদ কেন্ট জয়াকার যিনি কেভিনকে গ্রেফতারের মূল উদ্যোক্তা বলেন, 'যেহেতু অধিক হারে মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবেশ করছে ইন্টারনেটে সেহেতু কমপিউটার অপরাধের মাত্রা বাড়ছে।'

অতি সম্প্রতি ইন্টারনেট অনুপ্রবেশের যে সব সারা জাগানো ঘটনা প্রবাহ ঘটে সে গুলোকে ধরলে এখনো কয়েক সহস্র অনুপ্রবেশের ঘটনার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে উৎসাহী নবাগত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর মূল সিস্টেমে, আরো প্রায় এক ডজন কোম্পানীর সিস্টেমে এবং গত বছর মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের স্পর্শকাতর কিন্তু শ্রেণীবহির্ভূত কমপিউটার সিস্টেমে প্রায় কয়েকশ' অনুপ্রবেশের ঘটনা। উচ্চ পর্যায়ের কোম্পানী ও সরকারী কমপিউটারে অপরাধ ছাড়াও আমেরিকা অনলাইন, কমপিউসার্ভ এবং প্রোডিজীর মত বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের লক্ষ লক্ষ বাসাবাড়ী ও বাড়ীর অফিসে তস্করা নির্বিচারে প্রবেশ করে তাদের বিকৃত বা অবদমিত প্রযুক্তি মেধার স্বেচ্ছাচার চরিতার্থ করছে অপ্রতিহতভাবে।

গত বছর মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক যৌথ প্রতিবেদনে একদল কমপিউটার নিরাপত্তা বিশেজ্ঞ বলেন 'এক ক্রমবর্ধমান হুমকির ভয়াবহতা বুঝতে অক্ষম হলে আমাদের সিস্টেমের ওপর আক্রমণকে বরণ করে নিতে হবে।' এই প্রতিবেদনে বলা হয় 'কমপিউটার তথ্য সিস্টেমের ওপর আক্রমণ ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হচ্ছে কেবল মাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের জন্যই নয়, অধিকন্তু এগুলোকে চুরি করা, পরিভ্রষ্ট করা এবং ধ্বংস করার জন্য।'

মার্কিন কমপিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টিমের মুখপাত্র টেরী ম্যাগিলেন বলেন কমপিউটারে অনুপ্রবেশ-নতুন কিছু নয়, কিন্তু তথ্য চোরের সংখ্যা বৃদ্ধিটাই হচ্ছে আশঙ্কের ব্যাপার। এসব তথ্য চোররা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধতর হচ্ছে ব্যাপক বিস্তৃত কৌশলের অস্ত্রাগারে, পরিমার্জিত ব্যক্তি নৈপুণ্যে এবং স্বয়ংক্রীয় সফটওয়্যার যন্ত্রপাতিতে। এসব তৈরি করে সুচতুর প্রোগ্রামাররা। এগুলোর সাহায্যে একজন অতি সাধারণ কমপিউটার ব্যবহারকারীও অভিষ্ট কমপিউটার সিষ্টেমে অনুপ্রবেশ করতে পারে একজন বিশেষজ্ঞ হ্যাকারের নৈপুণ্যে।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর প্রাক্তন কর্মকর্তা রবার্ট ডি.স্টিল, যিনি বর্তমানে ভার্জিনিয়া রাজ্যের ওয়াকটনে একজন কমপিউটার নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন বলেন, ' একজন নির্বোধ এবং তস্কর হ্যাকারের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে এসব কৃষ্ণ সফটওয়্যারের প্রয়োগে। এর অশুভ পরিণতিটি হচ্ছে হ্যাকারের কৌশলাদি ছড়িয়ে পড়ছে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের মধ্যে নেই হ্যাকারদের নীতিজ্ঞান, এবং সেটাই আতঙ্কজনক। গত বছর শিকাগোর এক হোটেলের বিছানা থেকে এফবিআই এজেন্টরা রবার্ট ডি. স্টিলকে টেনে তোলে এই ভেবে যে তিনি হয়তো কেভিন মিটনিক। পরে তা ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। স্টিল বলেন যে, কমপিউটিং বিশ্বে হ্যাকার নীতিমালার ভিত্তিটি হচ্ছে নিখাদ বুদ্ধিদীপ্তির চ্যালেঞ্জের মাধ্যম একটা সুরক্ষিত কমপিউটার সিস্টেমের ত্রুটিকে উন্মোচনের আত্মসন্তুষ্টি- যার পেছনে কোন ক্ষতিকর কোন অভিপ্রায় নেই।

স্টিলের মতে হ্যাকারা হলেন জাতীয় সম্পদ বিশেষ। এক শ্রেণীর কুলীন প্রোগ্রামারদের রক্ষণশীল কার্যধারায় নিরাপত্তার দিকটি তথ্য স্থাপত্যের এবং এটির মৌলিক নকশায় স্থান পায়নি। হ্যাকাররা তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে এই উপেক্ষিত নিরাপত্তার দিকটি উন্মোচিত করে দেখিয়ে থাকে। এটা একটা সেবা।

আজম মাহমুদ

'নট্রামস'

(২৭ নং পৃষ্ঠার পর)

অবস্থার অবসানে নট্রামসের প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এখানে যতটুকু না তত্ত্বীয় তারচেয়ে বেশী ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী স্বল্প সময় হওয়া সত্ত্বেও বেশ অনেকটা শিখতে পারেন। আর একথা তো সবাই জানি কমপিউটারে শেষ বলে কিছু নেই, প্রতিনিয়তই নতুনের আগমনে সমৃদ্ধ হচ্ছে কমপিউটারের ভুবন; তাই শুরুটাই মূখ্য। সেই শুরুটাই শুরু করিয়ে দিচ্ছে নট্রামস।

শুরুতেই বলেছি নট্রামস শুধুমাত্র একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানই নয়। তার চেয়েও বেশী কিছু। মাত্র ৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত নট্রামসকে বলা যায় একটি পূনাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান । যে কারণে প্রতিদিনই অনেক দর্শনার্থীর আগমন ঘটে নট্রামসে। কানাডা, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ভারতসহ বহু দেশের দর্শনার্থী এখানে এসেছেন।

এটির অবস্থান ঢাকাতে নয়। ঢাকা হতে বেশ অনেকটা দূরে উত্তর বঙ্গের বগুড়াতে এটি অবস্থিত। বগুড়ার মূল শহর সাতমাথা হতে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে এশিয়া মহাসড়কের কোল ঘেষে সগৌরবে এটি দাঁড়িয়ে।

সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছিল নট্রামস। আর তাতেই গড়ে উঠেছে একাডেমির প্রশাসনিক ভবন, ১৫০ লোক বসার উপযোগী ক্যাফে কর্ণার, ২৫০ লোক বসার উপযোগী অত্যাধুনিক কনফারেন্স হল, ২৫০ জনের ছাত্রাবাস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভিআইপি হোস্টেল, কমপিউটার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের পাশাপাশি একই সময়ে এই ক্যাম্পাসেই দপ্তর বিজ্ঞান পড়ে ১৬০০ ছাত্র-ছাত্রী। এদের সুশৃঙ্খল বিদ্যাভ্যাস না দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। ক্যাম্পাসেই রয়েছে মেডিকেল ইউনিট, ধোপাখানা আর নাপিতঘর। সবগুলিই কনসেশন রেটে সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীরা। আছে একটি মিনি চিড়িয়াখানা আর হেন মৌসুমী ফুল নেই যার গাছে ওখানে নেই।

৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বরাদ্দকৃত ৫ কোটি টাকার এক কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে কমপিউটার ক্রয়ের জন্য। একাডেমীর পরিচালক আক্ষেপ করে বললেন, এতগুলো কমপিউটার অথচ এর জন্য কোন রক্ষনাবেক্ষণ বাজেট বরাদ্দ নেই। প্রতি বছরে মোট যে ৭৫ লাখ টাকা পাওয়া যায় তার ৫৬ লাখ টাকা ব্যয় হয় বেতন বাবদ আর বাকী ১৯ লাখ টাকা ব্যয় হয় বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও অন্যান্য খাতে। পরিচালক জানালেন, রক্ষনাবেক্ষনের কারিগরি দক্ষতা তাদের আছে, প্রয়োজন লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য বরাদ্দ।

নট্রামসের ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কমপিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণকে আরো বাস্তবমুখী ও কার্যকরী করে গড়ে তোলা।

আমরা নট্রামসের ভবিষ্যত পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি। পাশাপাশি এও চাই এমন সাজানো সুন্দর ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক আরো অনেক যার মাধ্যমে এদেশে প্রয়োজনীয় কারিগরী জনশক্তি গড়ে উঠবে কার্যকরভাবে। তবেই দূর হবে বেকারত্ব। গড়ে উঠবে সুখী সুন্দর বাংলাদেশ। ☆